IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

প্রসঙ্খ্যানবাদসম্মত মোক্ষের স্বরূপ

সুদীপ বাগ

সহকারি অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

ডায়মণ্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

১। ভুমিকা

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ পুরুষার্থরূপে স্বীকৃত হয়েছে। *"যেন প্রযুক্তঃ পুরুষঃ প্রবর্ত্ততে"*(উদ্দোতকর,১৯৯৭,পৃ-১২) অর্থাৎ পুরুষ যার দ্বারা প্রযত্নবান হয়ে কর্ম করে তাই হল পুরুষার্থ। অথবা এইভাবে বলা যেতে পারে, যে বিষয় জ্ঞাত হলে 'তা আমার হোক' এই ভাবনাবশতঃ সেই বিষয়লাভের প্রতি একপ্রকার প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, সেই প্রবৃত্তির জনক ঐ বিষয়ই হল পুরুষার্থ। যেমন- পুরুষ ঘটাদি বিষয় সম্মন্ধে জ্ঞাত হয়ে যদি বুঝতে পারে যে, ঐ বিষয় তার সুখোৎপত্তি এবং দুঃখাভাবরূপ প্রয়োজনাদি সিদ্ধ করছে, তা হলে পুরুষ ঘটাদি বিষয় লাভের প্রতি প্রবৃত্ত হয়। এক্ষেত্রে ঘটাদি বিষয় হবে পুরুষার্থ। ব্যাবহারিক জগতের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে আমরা বুঝতে পারি ব্যক্তি সেই বিষয়ই লাভ করতে চায় যা তার প্রয়োজনাদি সিদ্ধ করে। আর ধর্মাদি বিষয়সকল যে পুরুষের প্রয়োজনাদি সিদ্ধ করে, সে বিষয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ নাই।

২। পুরুষার্থের লক্ষণ

এখন প্রশ্ন হল পুরুষার্থের লক্ষণ কী? পুরুষার্থের লক্ষণ প্রসঙ্গে *শাবরভাষ্যে* বলা হয়েছে, *"যস্মিন্ প্রীতিঃ পুরুষস্য যস্মিন্ কৃতে পদার্থে পুরুষস্য প্রীতির্ভবতি স পুরুষার্থঃ পদার্থঃ"* (শাবরভাষ্য ৪/১/১২) । অর্থাৎ যে বিষয়ে ব্যক্তির অনুরাগ উৎপন্ন হয়, তাকে পুরুষার্থ বলে। আর সেই বিষয় প্রাপ্তির জন্য ব্যক্তির প্রবৃত্তি অর্থের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগবশত প্রাপ্ত হয়। সেই কারণে ঐ বিষয়ে প্রবৃত্তির প্রযোজক শাস্ত্রাদিরও অপেক্ষা থাকে না। অতএব এইকথা বোধগম্য হয় যে, বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ, প্রয়োজন এবং শাস্ত্রাদির দ্বারা প্রবর্ত্তিত ব্যক্তি যে বিষয় লাভ করতে চায়, সেই বিষয়ই হল পুরুষার্থ।

৩। ধর্মাদির শ্রেষ্ঠত্ব নিরাকরণ

ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র তাঁর *বেদান্তপরিভাষা* গ্রন্থে বলেছেন, *"ইহ খলু ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাখ্যেষু চতুর্বিধ-পুরুষার্থেষু মোক্ষ এব পরমপুরুষার্থঃ"*(ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র,১৯৭১,পৃ-৪-৫)। অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের মধ্যে মোক্ষ হল পরম পুরুষার্থ। এখন প্রশ্ন হল মোক্ষ কেন পরম পুরুষার্থ? বা উক্ত চারপ্রকার পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষের শ্রেষ্টত্ব কেন স্বীকৃত হয়েছে?

মনুষ্য অন্যান্যসকল জীবের ন্যায় জীবজ প্রবণতানুসারে স্বাভাবিকভাবেই সুখলাভ এবং দুঃখের নিরসন করতে চায়। জীবজ প্রবণতাবশতঃ সুখপ্রাপ্তির প্রয়াসে মনুষ্যের স্বতন্ত্রতা নাই। *"প্রীতিঃ সুখম্"*(কেশবমিশ্র,২০০৯,পৃ-৩০৯) অর্থাৎ প্রীতি হল সুখ বা ইন্দ্রিয়জন্য অনুকূল সংবেদন হল সুখ। আর অপরপক্ষে *"পীড়া দুঃখম্"* (কেশবমিশ্র,২০০৯,পৃ-৩১১)অর্থাৎ পীড়া হল দুঃখ বা ইন্দ্রিয়জন্য প্রতিকূল সংবেদন হল দুঃখ। যে সকল বিষয় সুখোৎপত্তি এবং দুঃখাভাবের কারণ হয় তাই ব্যক্তির কাছে প্রেয়রূপে গৃহীত হয়ে থাকে এবং ব্যক্তি তাকে ইষ্টজনকরূপে বোধ করে। এমন ইষ্টজনকতাবোধযুক্ত হয়ে ব্যক্তি যে সকল বিষয় লাভের প্রতি সচেষ্ট হয়, তা কামাদি ইহলৌকিক জড়বিষয় অথবা পারলৌকিক স্বর্গাদি বিষয়াদি হতে পারে। সেই বিষয়ই পুরুষের কাঙ্খিত, আর যেহেতু তা ইষ্টজনক হচ্ছে, অতএব সেগুলি পুরুষের পরমার্থ হোক।

না, তা বলা যেতে পারেনা। বিচার করে দেখলে স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় দৃশ্যমান হয় যে, উক্ত ইহলৌকিক অথবা যাগাদির দ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গাদিরূপ পারলৌকিক বিষয়সকল পুরুষার্থ হলেও তা পরম পুরুষার্থ বলে পরিগণিত হতে পারেনা। ঘট-পটাদি প্রভৃতি ইহলৌকিক ভোগ্যবস্তুসকল, যা সুখোৎপত্তি এবং দুঃখাভাবের জনক, তা উৎপত্তিশীল। উৎপত্তিশীল বিষয়মাত্রই বিনাশশীল। উৎপত্তিবিনাশশীল বিষয়কে অনিত্য বলা হয়ে থাকে। আর নিয়ম আছে যে, সজাতীয় কার্য সজাতীয় কারণ হতেই উৎপন্ন হয়। তাহলে অনিত্যত্ব ধর্মবিশিষ্ট অনিত্য ঘট-পটাদি হতে উৎপন্ন সুখাদিও অনিত্য হবে। অতএব অনিত্য সুখাদি বিনাশী হবার জন্য তাহ পুরুষের শ্রেয় হলেও নিত্যশ্রেয় হতে পারেনা। আর সেই সকল অনিত্য সুখাদির কারণ ঘটাদিও পুরুষের পরমার্থ হতে পারেনা।

এখন এইকথা বলা হোক যে, ঘটাদি প্রভৃতি ইহলৌকিক বিষয়সকল না হয় পরমপুরুষার্থ হল না, যাগাদির দ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গাদি বিষয় পরমপুরুষার্থ হোক। উত্তর এই যে, স্বর্গাদিকেও পরমপুরুষার্থ বলা যেতে পারেনা। তার কারণ হল এই যে, স্বর্গাদির কারণ যাগাদি অনিত্য হওয়ায় স্বর্গাদিও অনিত্য হইবে, ফলতঃ স্বর্গাদি অনিত্য হবার জন্য তা শ্রেয় হইলেও নিত্য শ্রেয় নয়। আর স্বর্গাদি সকলের যে ক্ষয় হয় সেই

প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বলা হয়েছে, *"তৎ যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুন্যজিত লোকঃ ক্ষীয়তে" (ছাঃ উঃ ৮/১/৬)*। অর্থাৎ এই জগতে কর্মের দ্বারা অর্জিত উপভোগ যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তেমনি পরলোকেও কর্মের দ্বারা অর্জিত ভোগের ক্ষয় হয়। এই প্রসঙ্গে গীতার নবম অধ্যায়ের একবিংশ শ্লোকেও বলা হয়েছে-

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুন্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।

এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে"।। (গীতা-৮/২১)

অর্থাৎ তাঁরা সেই বিশাল স্বর্গলোকের সুখভোগ করে পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপে বেদবিহিত ধর্মের অনুষ্ঠান করে সংসারে যাতায়াত করে থাকেন।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আরোও বলা হয়েছে- *"তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাঽথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্তন্তে যথেতমাকাশমাকাশদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাঽভ্রং ভবতি" (ছাঃ উঃ ৫/১০/৫)*। এবং *"অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি ত ইহ ব্রীহিষবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তেঽতো বৈ খলু দুর্নিস্প্রপতরং যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি" (ছাঃ উঃ ৫/১০/৬)*। অর্থাৎ কর্মফল ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত উক্ত চন্দ্রলোকে বাস করে অতঃপর যেইরূপে গিয়েছিলেন সেইরূপেই বক্ষ্যমাণ মার্গে তারা পুনরায় ফিরে আসেন। তাঁরা আকাশকে প্রাপ্ত হন, আকাশ হতে বায়ুকে, বায়ু হতে ধূম, ধূম হয়ে অভ্র হন, অভ্র হয়ে মেঘ হন, মেঘ হয়ে বর্ষণ করেন। অনন্তর উক্ত ক্ষীণকর্মা জীবগণ এই লোকে ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাষ ইত্যাদিরূপে জাত হন। এই ব্রীহি প্রভৃতি হতে নিষ্ক্রমণ কিন্তু অধিকতর দুঃসাধ্য। যেব্যক্তি এই ব্রীহি আদি ভক্ষণ করেন এবং যেব্যক্তি সন্তানোৎপাদন করেন, জীব তারই আকার ধারন করে জাত হন।

উপরিউক্ত শ্রুতিবাক্য এবং স্মৃতিবাক্য প্রভৃতি হতে এইকথা প্রমাণীত হয় যে, ধর্মাদির দ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গাদিরূপ ফল অনিত্য। তা অনিত্য হওয়ায় পুরুষের পক্ষে শ্রেয় হলেও নিত্যশ্রেয় না হওয়ার কারণে তা পরম পুরুষার্থ হতে পারেনা। অতএব ধর্মাদি পরম পুরুষার্থ হতে পারেনা।

৪। মোক্ষের নিত্যত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন

অপরপক্ষে মোক্ষ প্রাপ্ত হলে পুরুষকে আর পুনরায় কর্মজনিত ফলভোগের জন্য এইজগতে আগমন করতে হয়না। সে সকলপ্রকার কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে সদানন্দময় দশাতে বিরাজ করেন। এই প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বলা হয়েছে- *"ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে" (ছাঃ উঃ ৮/১৫/১)*। অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন এবং পুনরায় ফিরে আসেন না। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আরও বলা হয়েছে-*"তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথ ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্তং নাবর্তন্তে নাবর্তন্তে" (ছাঃ উঃ ৪/১৫/৫)*। অর্থাৎ ব্রহ্মলোক হতে কোনও অমানব পুরুষ আগমন করে বিদ্যুল্লোকে অবস্থিত ইঁহাদিগকে ব্রহ্মলাভ করান, একেই বলে দেবযান ও মহাযান। এই পথে গমণকারীরা আর এই মানবীয় আবর্তে পুনরাবর্তন করেন না।

এই প্রসঙ্গে গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ষোড়শ সংখ্যক শ্লোকে আরো বলা হয়েছে-

"মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে"। (গীতা-৮/১৬)

অর্থাৎ হে কৌন্তেয় আমাকে যাঁরা প্রাপ্ত হন তাঁদের আর পুনর্জন্ম হয় না।

উক্ত শ্রুতি এবং স্মৃতিবাক্য হতে এইকথা বোধগম্য হয় যে, যাঁরা মুক্তিলাভ করেন তাঁরা দুঃখাদিসকল ভোগ করবার জন্য পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করেন না। কেবল তাই নয়, তারা পরমানন্দ অবস্থায় বিরাজ করেন। এই প্রসঙ্গে গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের বিংশ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে যে,

"গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।

জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে"।। (গীতা- ১৪/২০)

অর্থাৎ দেহোৎপত্তির বীজস্বরূপ এই তিনটি গুণ অতিক্রম করে জন্মমৃত্যু জরারূপ দুঃখ হতে বিমুক্ত হয়ে দেহী পরমানন্দ লাভ করেন। অতএব দুঃখাদি হতে নিবৃত্তিত্ব এবং পরমানন্দ প্রাপ্তত্ব এবং নিত্যত্বই হল মোক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব। মোক্ষ নিত্য হবার কারণে তাহা পুরুষের কাছে নিত্যশ্রেয় এবং তাহা নিত্যশ্রেয় হবার জন্য পরমপুরুষার্থ। অতএব মোক্ষ পরমপুরুষার্থ হওয়ার কারণে তার স্বরূপ সম্পর্কিত দার্শনিক বিচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫। প্রসঙ্খ্যান শব্দের অর্থ নির্বচন

বর্তমান প্রবন্ধের মূল বিষয় হল অদ্বৈতাচার্য মণ্ডন মিশ্র প্রবর্ত্তিত 'প্রসঙ্খ্যানবাদ'সম্মত মোক্ষের স্বরূপ। 'প্রসঙ্খ্যান' শব্দটি যোগসম্প্রদায়সম্মত যার অর্থ হল ধ্যান। 'প্রসঙ্খ্যান' শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে *যোগসূত্রের* কৈবল্যপাদে। সেখানে বলা হয়েছে- *"প্রসঙ্খ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্বথা বিবেকখ্যাতেধর্মমেঘঃ সমাধি" (যোগসূত্র ৪/২৯)*। অর্থাৎ যখন বিবেকজ্ঞানযুক্ত ব্রাহ্মণ প্রসঙ্খ্যানেও অকুসীদ হন অর্থাৎ তা হতে কিছু প্রার্থণা করেন না, তখন তাতে বিরক্ত যোগীর সর্বথা বিবেকখ্যাতি হয়। এইরূপে সংস্কার বীজক্ষয়হেতু তাঁর আর প্রত্যয়ান্তর উৎপন্ন হয় না, তখন তাঁর ধর্মমেঘ নামক সমাধি উৎপন্ন হয়। প্রসঙ্খ্যান বা ধ্যান প্রসঙ্গে মণ্ডনমিশ্র তাঁহার *ব্রহ্মসিদ্ধি* গ্রন্থে বলেছেন-*"শব্দা প্রতিপদ্য তৎ সন্তানবতী ধ্যানভাবনোপাসনাদি শব্দবাচ্যা"*(মণ্ডনমিশ্র,২০১০,পৃ-৭৪)। অর্থাৎ শব্দের দ্বারা প্রতিপাদ্য যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের সন্তানপ্রবাহ ধ্যান, ভাবনা, উপাসনাদি শব্দের দ্বারা বাচ্য। তিনি আরও বলেন-*"ধ্যানং প্রত্যয়প্রবাহ"*(মণ্ডনমিশ্র,২০১০,পৃ-১৫৩)। অর্থাৎ ধ্যান হল জ্ঞান বা প্রত্যয়প্রবাহ।

৬। মুক্তির স্বরূপ প্রসঙ্গে বিবিধ মত

মুক্তির স্বরূপ প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনসম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন মতের উল্লেখ করেছেন। যেমন- *ন্যায়সূত্রে* বলা হয়েছে-"*তদত্যন্ত বিমোক্ষোঽপবর্গঃ*" (*ন্যায়সূত্র ১/১/২২*)। অর্থাৎ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি। অথবা দুঃখধ্বংসের সমানাধিকরণে থাকে যে দুঃখ সেই দুঃখের অসমানকালীন দুঃখধ্বংস হল মুক্তি। যে ব্যক্তির আত্মতত্ত্বজ্ঞানলাভপূর্বক মিথ্যাজ্ঞান, দোষ, প্রবৃত্ত (কর্ম) জন্মের নিবৃত্তি হয়ে যাওয়ায় দুঃখধ্বংস হয়, তাঁর সেই দুঃখধ্বংসের অধিকরণ হল তাঁর আত্মা, সেই আত্মাতে পূর্বে দুঃখ ছিল। অতএব দুঃখধ্বংসের সমানাধিকরণ হল সেই দুঃখ, সেই দুঃখের অসমানকালীন হল সেই ব্যক্তির আত্মবৃত্তি দুঃখধ্বংস। সেই মুক্ত ব্যক্তির আত্মাতে যখন দুঃখধ্বংস উৎপন্ন হল, তখন তাঁর আত্মাতে আর কোনও দুঃখ নাই এবং পরে ভবিষ্যতেও তাঁহার আত্মাতে কখনও দুঃখ উৎপন্ন হবে না। অতএব ঐ মুক্তব্যক্তির আত্মায় যে দুঃখধ্বংস, তা তাঁর আত্মবৃত্তি দুঃখের অসমানকালীনই হয়ে থাকে।

বৈশেষিকগণ মুক্তির স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন- "*তদভাবে সংযোগাভাবোঽপ্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ*" (*বৈশেষিক সূত্র ৫/২/১৮*)। অর্থ হইল নতুন শরীরের উৎপত্তি না হলে পূর্বশরীরের বিনাশে, পূর্বশরীরের সহিত আত্মার যে সংযোগের অভাব এবং নতুন শরীরের অপ্রাদুর্ভাব বা অনুৎপত্তি হল মুক্তি। অর্থাৎ যোগের দ্বারা আত্মসাক্ষৎকার হলে, সেই আত্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হয়, মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হলে মিথ্যাজ্ঞানজন্য রাগ, মোহাদি দোষসকলের ধ্বংস হয়, সেই সকল দোষ নষ্ট হলে প্রবৃত্তি বা কর্মের বিনাশ ঘটে। কর্মের বিনাশ হলে জন্মের বিনাশ হয়, জন্মের নিবৃত্তি হলে জন্মজন্য দুঃখের নিবৃত্তি হয়ে যায়। আবার বৈশেষিকগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, সুখ-দুঃখাদি হল আত্মা নয়প্রকার বিশেষগুণ, যখন এই বিশেষগুণসকলের উচ্ছেদ আত্মা হতে হয় তখন আত্মা আকাশরূপে অবস্থান করেন, তাই হল মুক্তি।

সাংখ্যমতে ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তিই মুক্তি। যোগমতে অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা যখন সমস্তবন্ধন ছিন্ন হয় তখন আত্মা বা পুরুষ স্বস্বরূপে অবস্থান করেন, পুরুষের সেই স্বরূপাবস্থাই মুক্তি। ভাট্টমতে নিত্যসুখাভিব্যাক্তি হল মুক্তি। প্রাভাকরমতে জ্ঞানাদিসকল বিশেষগুণাদির বিলয় হবার পর আত্মার স্বরূপে অবস্থিতিই মুক্তি। চার্বাকমতে দেহের মৃত্যু হল মুক্তি। জৈনমতে আত্মার স্বরূপ আবৃত্তকারী আটপ্রকার কর্মরূপ বন্ধন যখন তপস্যা দ্বারা এবং 'আত্মকার' সমাধি দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন সুখস্বরূপ এবং নিরাবরণ জ্ঞানরূপ আত্মার স্বতন্ত্রভাবে নিরন্তর উর্দ্ধগমণই মোক্ষ। বৌদ্ধমতে সংসার দশায় বর্তমান যে প্রবৃত্তবিজ্ঞান, তাহার উচ্ছেদ হলে কেবল আলয়বিজ্ঞানের যে ধারা চলতে থাকে তাই মুক্তি।

৭। মুক্তির স্বরূপপ্রসঙ্গে মণ্ডন মত

উপরিউক্ত আলোচনায় দৃষ্ট হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন দর্শনসম্প্রদায় মোক্ষের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে প্রবৃত্ত হয়ে বিবিধ মতের উপস্থাপনা করেছেন। অদ্বৈতাচার্য মণ্ডনমিশ্র অবশ্য উক্তমতসকলের অন্তর্গত কোনও মতকেই গ্রহণ করেননি। এখন প্রশ্ন হল প্রসঙ্খ্যানবাদ সম্মত মোক্ষের স্বরূপ কী? মণ্ডনমিশ্র তাঁর *ব্রহ্মসিদ্ধি* গ্রন্থের *নিয়োগকাণ্ডে* "*কঃ পুনরেষ মোক্ষঃ?*"(মণ্ডনমিশ্র,২০১০,পৃ-১১৯) অর্থাৎ এই মোক্ষ কী? এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপনপূর্বক মোক্ষের স্বরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং সেই স্থলে মোক্ষস্বরূপের প্রাসঙ্গিক বিকল্পসমূহ উত্থাপনপূর্বক তাদের খন্ডন করেছেন। সেই আলোচনার সূত্রপাত নিম্নরূপ-

৮। মুক্তির স্বরূপ প্রসঙ্গে বিকল্পাদির স্থাপন এবং খন্ডন

শ্রুতি আছে যে, "*অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ*" (*ছাঃ উঃ ৮/১২/১*)। অভিপ্রায় এই যে, আত্মা অশরীর বলে তাঁকে প্রিয়া এবং প্রিয় স্পর্শ করিতে পারেনা। এমন শ্রুতিকে অবলম্বন করে, অনাগত দেহাদ্রিয়বুদ্ধির অনুৎপত্তিকে মুক্তি বলা হোক। তা বলা যেতে পারেনা, কারণ উক্তমত স্বীকার করলে মোক্ষকে প্রাগভাবস্বরূপ বলতে হবে, ফলতঃ তা সাধ্য হবে না। আর প্রাগভাবের উৎপত্তি নাই, তাই তাকে অনাদি বলা হয়েছে। মোক্ষ যদি প্রাগভাবস্বরূপ হয় তাহলে মোক্ষের উৎপত্তি না হওয়ার কারণে জীবাত্মার মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটবে না। অতএব আত্মপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মপ্রাপ্তিকেই মোক্ষ বলতে হবে। এখন ব্রহ্মপ্রাপ্তিকে যে মোক্ষ বলা হল তা কি চৈত্রের গ্রামপ্রাপ্তির ন্যায়? কেননা মোক্ষের ব্রহ্মমার্গে গমণবিষয়ে শ্রুতি উপলব্ধ হয়, তাহা হল- "*শতং চ একা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভি নিসৃতৈকা তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি*" (*কঠঃ শ্রুঃ ২/৩/১৬*) । অর্থাৎ হৃদয় হতে নিষ্ক্রান্ত একশত একটি নাড়ীর মধ্যে একটি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে নির্গত হয়েছে। উৎক্রমণকালে এই নাড়ীকে অবলম্বন করে উর্দ্ধে গমণপূর্বক অমৃতত্ব লাভ করেন।

"*তত্র ন তাবৎ প্রথমঃ কল্পঃ*"(মণ্ডনমিশ্র,২০১০,পৃ-১২০)। অর্থাৎ এই প্রথম কল্প গ্রহণীয় নয়, তার কারণ আত্মপ্রাপ্তি যদি মুক্তি হয় তাহলে তাঁর অভাব নাই বরং তাঁহার মধ্যে সর্বগতত্ব রয়েছে। আর তিনি যে সর্বগত সেই বিষয়ে শ্রুতিও বিদ্যমান-"*তদন্তরস্য সর্বস্য*"(*ঈশঃ উঃ ৫*)। অর্থাৎ সেই আত্মা সমস্ত জগতের ভিতরে। অতএব দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধির অনুৎপত্তিরূপ প্রাগভাব মোক্ষের স্বরূপ হতে পারেনা। তাছাড়া মোক্ষের স্বরূপ চৈত্রের গ্রামপ্রাপ্তির ন্যায়ও বলা যেতে পারেনা। কারণ তাহলে চৈত্রের গ্রামপ্রাপ্তিরূপ কার্যের উৎপত্তি স্বীকার করতে হবে। ফলতঃ ঐ কার্যের প্রাগভাব পূর্বোল্লিখিত দেহেন্দ্রিয়ের অনুৎপত্তির ন্যায় স্বীকার করতে হবে এবং তার ফলে তা পূর্বোক্ত ঈশঃ শ্রুতির বিরোধীতা করবে। আগম অবিরোধী প্রমাণই বিষয়ের স্থাপন করে থাকে। আলোচ্যস্থলে তা আগম বিরোধী হয়ে যাওয়ার কারণে মোক্ষকে প্রাগভাবস্বরূপ বলা যেতে পারেনা। তাছাড়া মোক্ষের কার্যানুরূপ উৎপত্তি স্বীকার করলে তা অনিত্য হয়ে পড়বে। কারণ উৎপত্তিশীল বিষয় মাত্রই তাহার ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু মোক্ষ যে নিত্য সে বিষয়ে শ্রুতি দৃষ্ট হয়, তাহল- "*নিত্যং বিভুং সর্বগতম্*"(*মুঃউঃ ১/১/৬*)। অর্থাৎ সেই আত্মা নিত্য, বিভু এবং সবকিছুর মধ্যে বর্তমান। সুতরাং মোক্ষ চৈত্রের গ্রামপ্রাপ্তির ন্যায় কার্য অথবা প্রাগভাবস্বরূপ হতে পারেনা। তাছাড়া 'একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান' প্রভৃতির উপদেশ এবং "*তত্ত্বমসি*" (*ছাঃ উঃ ৬/৮/৭*),প্রভৃতি মহাবাক্যের দ্বারাও প্রতিপাদিত হয় যে, তাঁহার অভাব নয় বরং সত্তা আছে। আর 'প্রত্যগাত্ম' এই পদের দ্বারা সর্বত্রই আত্মশব্দকে নির্দেশ করা হয়েছে। তাছাড়া আত্মা ভিন্ন অন্যসকল বিষয়ের অস্তিত্ব না থাকায় চৈত্র এবং গ্রামের ন্যায় ভেদ সেখানে নাই। অতএব আত্মাভিন্ন কোনও উপাস্যও নাই। এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে যে, "*অথ যোঽন্যাম্*" (*বৃঃ উঃ ১/৪/১০*)। অর্থাৎ অব্রহ্মবিৎ যে কেউ আমার উপাস্য, আমা হতে পৃথক এমন মনে করে উপাস্য হিসাবে আত্মা হতে পৃথক দেবতাকে স্বীকার করে তাঁর স্তুতি করেন। এইরূপ শ্রুতির দ্বারা যাঁরা আত্মাকে পৃথক বিষয় বলে বোঝাতে চান তা আসলে অপবাদমাত্র। উক্ত ছান্দোগ্য এবং ঈশঃ শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদিত হয় যে, তিনি সর্বত্র বিরাজমান বা তাঁর মধ্যে সবকিছুই অন্তর্ভূক্ত হয়ে আছে। সুতরাং আত্মাতিরিক্ত উপাস্য স্বীকার করার কোনও আবশ্যকতা নাই।

পূর্বপক্ষী হয়তো বলতে পারেন, মোক্ষ চৈত্রের গ্রামপ্রাপ্তির ন্যায় অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি নয়, মোক্ষরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি অবিভাগলক্ষণাপ্রাপ্তি। নদীসমূহ যেমন সমুদ্রে পতীত হলে সমুদ্রের সহিত যেমন একরূপতা প্রাপ্ত হয়, সেরূপ জীবচৈতন্যসকল উপাধিসমূহের বিলয়ে ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত একরূপতা প্রাপ্ত হলে তার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়ে থাকে। *ব্রহ্মসিদ্ধিকার* এইস্থলে অপর একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করেছেন, তাহা হল- নানা কুসুম হতে সংগৃহীত কুসুমরস একত্র ঘণিভূত হলে মধুস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ জীবচৈতন্য প্রজ্ঞানঘন অবস্থায় উপনিত হলে ব্রহ্মস্বরূপতারূপ মোক্ষপ্রাপ্ত হয়া থাকে। এই কারণে ব্রহ্মপ্রাপ্তিকে চৈত্রের গ্রামদেশপ্রাপ্তির সহিত তুলনা না করে নদীর সমুদ্রপ্রাপ্তির সহিত তুলনা করা হয়েছে। কারণ চৈত্র গ্রামপ্রাপ্ত হলেও গ্রামের সহিত একীভূত হয়ে যায়না, তখনও গ্রামের সহিত চৈত্রের ভেদ থেকেই যায়। মোক্ষ যে অবিভাগলক্ষণাপ্রাপ্তি এর সমর্থনে গ্রন্থকার একটি ছান্দোগ্য শ্রুতিরও উদ্ধার করিয়াছেন- *"মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং বৃক্ষানাং রসান্ সমবহারমেকতাং রসং গময়ন্তি" (ছাঃ শ্রুঃ ৬/৯/১)*। অর্থাৎ মধুকরগণ নানাবিধফলপ্রসূ বৃক্ষরাজির রসসমূহকে একত্র সংগ্রহ করে উক্ত রসকে একভাবাপন্ন করেন।

এইরূপ দ্বিতীয় বিকল্পও গ্রহণযোগ্য নয়, মোক্ষ নদীর সমুদ্রপ্রাপ্তিরন্যায় অথবা ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পে থাকা পুষ্পরসের সহিত অবিভাগলক্ষণাপ্রাপ্তির ন্যায় এই কথা বলা যেতে পারেনা। কেননা অবিভাগরূপপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থই হল ক্রিয়াসাপেক্ষতা অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষের দ্বারাই ইদৃশরূপ প্রাপ্ত হওয়া যেতে পারে, অন্যথা নয়। কিন্তু এমন কথা স্বীকার করলে আত্মার নিষ্ক্রিয়ত্বের হানি ঘটে। আর আত্মা যে নিষ্কৃয় সে বিষয়ে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বলা হয়েছে যে, *"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" (শ্বঃ উঃ ৬/১৯)*। অর্থাৎ আত্মা নিরবয়ব, ক্রিয়াহীন বা কুটস্থ, নির্বিকার, আনন্দনীয় এবং নির্লেপ। এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হয় যে, তাঁর মধ্যে অবয়বত্ব এবং ক্রিয়াত্ব নাই। তাছাড়া যৌক্তিক বিচারে দৃষ্ট হয় যে, সাবয়ব পদার্থই ক্রিয়াসম্পাদনে সমর্থ হতে পারে, নিরবয়ব পদার্থ নয়। অতএব তিনি নিরবয়ব হবার কারণে নিষ্ক্রিয়ও বটে। আর তিনি নিষ্ক্রিয় হওয়ায় তাঁর পক্ষে কোনওপ্রকার রূপ পরিগ্রহ করা সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁর অবিভাগলক্ষণাপ্রপ্তি বা অবিভাগরূপপ্রাপ্তি সম্ভব হতে পারেনা।

আচ্ছা মোক্ষ অবিভাগলক্ষণাপ্রাপ্তি না হয় না হল, তাহা *"কার্যস্য বা কারণভাবাৎ"*(মণ্ডনমিশ্র,২০১০,পৃ-১১৯) অর্থাৎ কার্যের কারণপ্রাপ্তি হোক। কার্যের কারণপ্রাপ্তির সহিত মোক্ষকে তুলনা করলে জীবকে ব্রহ্মের কার্য বলতে হবে। এখন প্রশ্ন হল, এই যে কার্যের কারণপ্রাপ্তির কথা বলা হচ্ছে তার স্বরূপ কী? ঘটে মুদ্গল প্রহার করলে তা যেমন স্বীয় উপাদানকারণ মৃত্তিকায় বিলুপ্ত হয়ে যায় মোক্ষাবস্থাও কি সেইরূপ? বস্তুতঃপক্ষে জীবও কি মোক্ষাবস্থা প্রাপ্ত হলে স্বীয় উপাদান কারণ ব্রহ্মে বিলুপ্ত হয়ে যায়? অথবা মোক্ষ কি পরিণামবিশেষস্বরূপ অর্থাৎ শ্রবণ, মননাদি উপায় অবলম্বন করলে জীব কি মোক্ষরূপ পরিণামপ্রাপ্ত হয়ে থাকে? মোক্ষাবস্থা পরিণামস্বরূপ এই বিষয়েও মুন্ডক শ্রুতি উদ্ধার করা যেতে পারে, *"স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুঃ উঃ ৩/২/৯)* । এই বাক্যে বলা হয়েছে, যিনি পরমব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছেন, তিনি ব্রহ্মই হয়ে থাকেন। ব্রহ্মবিন্দুপোনিষদে উক্ত হয়েছে যে, *"ব্রহ্ম সংপদ্যতে" (ব্রঃ বিঃ উঃ ৬)* । এইরূপ শ্রুতিবাক্য হতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, মোক্ষাবস্থা একপ্রকার পরিণাম এবং জীবের সেই পরিণাম উৎপন্ন হলেই সে মোক্ষাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

এইরূপ তৃতীয় বিকল্পও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সৎকার্যবাদানুযায়ী কার্য সর্বদাই কারণজাতীয় অর্থাৎ কার্য সর্বদাই কারণাত্মক হয়ে থাকে। এই কারণে কার্যের কারণভাবের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি হতে পারেনা। প্রশ্ন হতে পারে যে, সৎকার্যবাদানুযায়ী কার্য যদি কারণাত্মক হয়ে থাকে তাহলে কার্যকারণের ভেদব্যবহার সম্পাদন হয় কীভাবে? কার্য কেবল কারণ হতে ভিন্নরূপে ব্যবহৃতই হয়না, কার্য ও কারণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থক্রিয়াও সম্পাদন করে থাকে। যথাঃ মৃত্তিকার দ্বারা জল আনয়ন, সংরক্ষণ প্রভৃতি কার্য সম্পাদিত না হলেও তার কার্যদ্বারা সম্ভব হয়। সুতরাং কার্য কারণাত্মক হলেও কার্যের কার্যাবস্থাকে কারণের কারণাবস্থা হতে পৃথকই বলতে হবে।

মোক্ষবিষয়ে যাঁরা এমন বিকল্প স্বীকার করতে আগ্রহী তাঁরা হয়তো বলতে পারেন যে, কার্যপ্রপঞ্চের কার্যরূপনাশই মোক্ষ। কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কার উচ্ছেদের কথা বলা হচ্ছে? কেননা সকল পদার্থের উচ্ছেদ অদ্বৈতীর অভিপ্রেত হতে পারেনা। ঈশপোনিষদে বলা হয়েছে- *"বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" (ঈশঃ উঃ ১১)* । শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, বিদ্যা বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায়। 'অমৃত' পদের মুখ্যার্থ মরণরাহিত্য, সুতরাং মোক্ষাবস্থার কোনও নাশ বা উচ্ছেদ হবে না। ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও বলা হয়েছে, *"ন চ পুনরাবর্ত্ততে" (ছাঃ উঃ ৮/১৫/১)* । যিনি মোক্ষলাভ করেন তিনি বদ্ধাবস্থায় পুনারায় আর আগমন করেন না। অর্থাৎ মোক্ষাবস্থার কোনও ক্ষয় নাই। এই কারণেই প্রশ্ন হয় কোন বিষয়ের উচ্ছেদ হবে? তার উত্তরে এই বিকল্পবাদিগণ হয়তো বলতে পারেন, এই স্থলে বিষয়ের উচ্ছেদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিষয় হল আত্মা, আত্মার উচ্ছেদের কথা বললে অনিষ্টপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। কেননা মুক্তি আত্মারই হয়ে থাকে, এখন আত্মাই যদি উচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে কার মুক্তি হবে? অতেএব এইকথা স্বীকার্য নয়। এতদ্ব্যতীত শ্রুতি বারংবার আত্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেছেন, উচ্ছেদ করেন নি। সুতরাং আত্মার উচ্ছেদপ্রসঙ্গ শ্রুতিবিরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ তা সিদ্ধান্তপক্ষ অদ্বৈতী স্বীকার করতে পারেন না। কেবল তা নয়, জগৎপ্রপঞ্চের ব্রহ্মপরিণামবাদ অনুযায়ী জগৎ ব্রহ্মের পরিণামরূপ কার্য হলেও অদ্বৈতসম্প্রদায় ব্রহ্মপরিণামবাদ স্বীকার করেন না। *'ব্রহ্মসূত্র'* এবং *'শাঙ্করভাষ্যে'*র *'বাক্যান্বয়াধিকরণে'* ব্রহ্মসূত্রকার এবং ভাষ্যকার ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদী কাশকৃৎস্নের মতই স্বীকার করেছেন। এই মতে ব্রহ্মের সহিত জগতের কোনও মুখ্য কার্য-কারণভাব স্বীকার করা হয়না। *"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং" (ছাঃ উঃ ৬/১/৪)* এইরূপ ছান্দোগ্য শ্রুতিতে নামরূপ এবং বা সকল বিকারেরই অণৃতত্ব বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। সুতরাং ব্রহ্ম জগতের পরিণামি উপাদান এবং জগৎ তার সৎকার্য এইরূপ সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত না হওয়ার কারণে এবং ব্রহ্ম শ্রুত্যানুযায়ী ব্রহ্মও অক্ষর বা অপরিণামী হবার কারণে ব্রহ্মের সহিত কোনও পদার্থেরই মুখ্য কার্য-কারণভাব সম্ভবই নয়। ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে মুখ্য কার্য-কারণভাব সম্ভব না হওয়ায় কার্যের কারণতাপ্রাপ্তি এইরূপ বিকল্প সিদ্ধান্তীর হতে পারেনা।

পুনরায় অপর একটি বিকল্প উত্থাপিত হতে পারে, এই মোক্ষাবস্থা কি স্বীয় স্বরূপপ্রাপ্তিলক্ষণা? যেমন- স্ফটিকমণিতে জবাকুসুমের সংযোগবশতঃ জবাকুসুম অরুণিমারূপ স্বধর্মকে স্ফটিকের আরোপ করে থাকে এইরূপ উপরাগবশতঃই 'অরুণঃ স্ফটিকঃ' এইরূপ ভ্রমব্যবহার উৎপন্ন হয়ে থাকে। কেউ বলতে পারেন যে, জীব বস্তুতঃপক্ষে ব্রহ্মচৈতন্যস্বরূপ চৈতন্যে অবিদ্যার অধ্যাসবশতঃই অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্যের ধর্মসকল চৈতন্যের উপর আরোপিত হয়ে থাকে। 'অরুণঃ স্ফটিকঃ' এইরূপ প্রতীতিস্থলে জবাকুসুম উপাধি, স্ফটিক উপাধেয় এবং অরুণিমাই ঔপাধিক ধর্ম হয়ে থাকে। আবার জবাকুসুমরূপ উপাধি অপসৃত হলে, স্ফটিকে উপাধির দ্বারা যে অরুণিমার অধ্যাস হয়ে থাকে, সেই উপরাগও অপসৃত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে অবিদ্যারূপ উপাধি চৈতন্যরূপ জীবে যে সকল ধর্ম আরোপ করে অবিদ্যারূপ উপাধির নাশে সেই সকল আধ্যাসিক ধর্মেরও নাশ হয়ে যাবে। এইরূপ উপাধির বিগমে বা নাশের ফলে জীব স্বীয় স্বরূপকেই প্রাপ্ত হয়ে যাবে। জীবের এইরূপ স্বরূপপ্রাপ্তিই হল মোক্ষ। আর এইরূপ মতের সপক্ষে, *"পরং জ্যোতিরূপসংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" (ছাঃ উঃ ৮/৩/৪)* অর্থাৎ পরমজ্যোতিসম্পন্ন হয়ে স্বীয় স্বরূপে অবস্থান করেন, এইরূপ ছান্দোগ্য শ্রুতিও বিদ্যমান।

এমন চতুর্থ বিকল্পও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ জীবচৈতন্য ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত অভেদপ্রাপ্ত হয়েই থাকে। যা প্রাপ্ত বা সিদ্ধ তাহার পুনরায় সিদ্ধি হতে পারেনা। সুতরাং জীব পাপ-পূণ্য ত্যাগ করে ব্রহ্মের সহিত একীভাবপ্রাপ্ত হলেন এইরূপ পক্ষও সিদ্ধান্তীর হতে পারেনা।এইরূপে চতুর্থ বিকল্প খন্ডিত হইলে একদেশী বলিতে পারেন, *"অথ বিজ্ঞানাত্মানং শোকমোহাদি অভাবো বিশিষ্যত চেৎ তত্রাপি শোকাদয়শ্রেদ্ আত্মানো বিজ্ঞানাত্মানাম্, অনুচ্ছেদ্যাঃ"*(শঙ্খপাণি,২০১০,পৃ-২৪৬)। অর্থাৎ বিজ্ঞানাত্মা বা জীবাত্মাকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলা যেতে পারেনা। কারণ, বিজ্ঞানাত্মায় শোকমোহাদি বিদ্যমান এবং পরমাত্মায় শোকমোহাদির অভাববত্ত্বই পরমাত্মা বা নির্গুণব্রহ্মকে বিশেষিত করে। কিন্তু এইরূপে শোকমোহাদিকে যদি জীবাত্মার স্বরূপ বলা হয় তাহলে শোকমোহাদি অনুচ্ছেদ্য হয়ে পড়বে।

এই সকল অনুপপত্তিবশতঃ বলা হয় যে, *"অথ জীবেভ্যোঽর্থান্তরভূতাঃ ক্ষণিকা গুণাঃ, ততঃ ক্ষণিকত্বাদেব বিনড়ংক্ষ্যন্তীতি ন তদর্থ বিদ্যারব্যং সাধনং অপেক্ষিতং"*(মণ্ডনমিশ্র,২০১০,পৃ-১২০)। অভিপ্রায় এই যে, এই সকল শোকমোহাদি তাহার আগমপায়ি ধর্ম বা আগন্তুক ধর্ম, সুতরাং অনুচ্ছেদ্য নহে। কারণ আগন্তুক ধর্মমাত্রই ক্ষণিক হয়ে থাকে, এই ক্ষণিকত্বধর্মবশতঃই ঐ সকল ধর্মের উচ্ছেদ হয়ে যাবে। তারা উত্তীর্ণ হলেই নিয়মানুসারে ধ্বংস হবে। তাই তাদের উচ্ছেদের নিমিত্ত কোনও সাধনের অনুসন্ধানেরও প্রয়োজন নাই। তাছাড়া আগামী কোনও ধর্মসমূহের অনুৎপত্তির নিমিত্ত সাধন অপেক্ষিত হয়, এই কথাও বলা যেতে পারেনা।

"অথ ঐশ্চর্যবিশেষো ব্রহ্মণি, তৎপ্রাপ্তিস্তদ্রূপপরণামো মোক্ষঃ"(মণ্ডনমিশ্র,২০১০,পৃ-১২০)। অভিপ্রায় এই যে, একদেশী হয়তো বলতে পারেন ব্রহ্মের কোনও ঐশ্চর্যবিশেষ বিদ্যমান, জীবাত্মা বা বিজ্ঞানাত্মার সেই ঐশ্চর্যবিশেষাকারে পরিণামই মোক্ষ। এইরূপ মতের স্বপক্ষে ছান্দোগ্য শ্রুতিও দৃষ্ট হয়, *"স স্বরাড ভবতি" (ছাঃ উঃ ৭/২৫/২)* । এইরূপ ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বলা হইয়েছে যে, বিজ্ঞানাত্মা স্বরাড বা স্বরাজ্যপ্রাপ্ত হন অতঃপর তিনি মোক্ষলাভ করেন। অতবা যিনি স্বরাজ্যবিশিষ্ট্যাকাররূপ পরিণামপ্রাপ্ত হন তিনি মোক্ষলাভ করেন।

এইরূপ বিকল্প খন্ডনের নিমিত্ত মণ্ডনমিশ্র স্বয়ং বলেছেন, *"তদসৎ, অনেকশ্বরানুপপত্তেঃ"*(মণ্ডনমিশ্র,২০১০,পৃ-১২০ মণ্ডনমিশ্র,২০১০,পৃ-১২০)। মণ্ডনমিশ্রের অভিপ্রায় এই যে, বহুজীবের পক্ষেই এইরূপ স্বারাজ্যরূপ ঐশ্চর্য লাভ করে মোক্ষলাভ সম্ভব। কিন্তু অনেকজীব যদি ঐপ্রকারে মোক্ষলাভ করে নেয় তাহলে বহু ঈশ্বর স্বীকার করতে হবে। কিন্তু অনেক ঈশ্বর স্বীকার করলে নানাপ্রকার অনুপপত্তি উপস্থিত হবে। কারণ বহু ঈশ্বর স্বীকৃত হলে তাদের মধ্যে কোন ঈশ্বরে জগৎকর্তৃত্ব থাকবে সে বিষয়ে কোনও বিনিগমনা থাকবে না। কেবল তাই নয় প্রশ্ন হবে যে, কোনও বিশেষ বিজ্ঞানাত্মার ঐরূপ ঐশ্চর্য ব্রহ্মের তুলনায় ন্যূন অথবা ব্রহ্মের সহিত তুল্য? যদি কোনও বিজ্ঞানাত্মার স্বরাজ্যরূপ ঐশ্চর্য ব্রহ্মের তুলনায় ন্যূন হয়, তাহলে সেই বিজ্ঞানাত্মার স্বারাজ্যলাভ সম্ভবই হবেনা। কারণ ব্রহ্মশব্দবাচ্য পরমেশ্বর ব্রহ্ম অপেক্ষা বিজ্ঞানাত্মা ন্যূন ঐশ্চর্যবিশিষ্ট হবার কারণে ব্রহ্মপদবাচ্য পরমেশ্বর ঐ বিজ্ঞানাত্মার অধিপতি হবেন। ফলতঃ সেই বিজ্ঞানাত্মা স্বারাড বা স্বাধীন হতে পারবেন না, বিজ্ঞানাত্মার অন্যরাজতা বা অন্যাধীনত্বই স্বীকার করতে হইবে। কিন্তু এইরূপ অন্যাধীনত্ব নিত্য নহে তা ক্ষয়ি বা অন্তবান্। আর ঐরূপ অন্যরাজতার অন্তবত্ত্ব ছান্দোগ্য শ্রুতির দ্বরাও সিদ্ধ হয়ে যায়- *"অথ য অন্যথাতো বিদুঃ অন্যরাজনস্তে ক্ষয়লোকা ভবন্তি" (ছাঃ উঃ ৭/২৫/২)*। অর্থাৎ আবার যাঁরা আত্মানন্দদর্শন হতে অন্যরূপে (ঐশ্চর্যবিশিষ্টরূপে) আত্মাকে জানেন তাঁরা অপর রাজার অধীন ক্ষয়শীল লোকের অধিবাসী হন। আর অন্যরাজতা যে মুক্তি নয় এই বিষয়ে যুক্তিও উপস্থাপিত হয়েছে তাহল, লোকব্যবহারে প্রায়শই দৃষ্ট হয়, যে সাধক পরমেশ্বরের তুলনায় ন্যূন ঐশ্চর্যলাভ করেছেন তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা কৃপাবিষ্ট না হলে বা ঈশ্বরের কৃপা না থাকলে নিজের ঐশ্চর্য হতে প্রচ্যুত হতে পারেন।

বিজ্ঞানাত্মার ঐশ্চর্য ব্রহ্মের সহিত তুল্য, এই কথাও বলা যেতে পারেনা। যদি তুল্যতা স্বীকৃত হয় তাহলে বিজ্ঞানাত্মা এবং ব্রহ্ম উভয়েরই অনুপপত্তিপ্রসঙ্গ উপস্থিত হবে। কারণ সর্বাধিপতি হিসাবে একজনই ব্যবস্থিত হন এবং তিনিই সর্বত্র শাষণ করে থাকেন। আর যদি একজনই সর্বাধিপতি হন তাহলে অন্য সর্বাধিপতি স্বীকার ব্যর্থ। আবার উভয় সর্বাধিপতির একমতিত্ব বা সমানবলশালীত্বও স্বীকৃত হতে পারেনা, তার কারণ এই বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। তাছাড়া কোনও কার্যের উৎপত্তি যদি একজন সর্বাধিপতির ইচ্ছাজন্য বিহিত হয় তাহলে অন্য সর্বাধিপতির ঈশ্বরত্ব অনুপপন্ন হয়ে পড়ে। আবার উভয়ের ইচ্ছা একে অপরের বিরোধী বলে কার্যই উৎপন্ন হতে পারবেনা। ফলতঃ উভয়েরই ঈশ্বরত্ব উপপন্ন না হবার কারণে উভয়েরই অনীশ্বরত্বপ্রসঙ্গ উপস্থিত হবে। আচ্ছা যদি উভয়ের ইশ্বরত্ব সমক্ষণে স্বীকার না করে পর্যায়ক্রমে স্বীকার করলে তো আর উভয়ের অনীশ্বরত্বপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় না। এই কথাও গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা, কারণ একের ঈশ্বরত্বের নাশ বা অন্ত ঘটলেই অপরের ঈশ্বরত্বের উৎপত্তি হবে, সুতরাং মোক্ষের উৎপত্তি-নাশ অবস্বীকার্য হওয়ায় মোক্ষের অনিত্যত্বপ্রসঙ্গ উপস্থিত হবে। কেহ বলতে পারেন জগৎস্বর্গকে ব্রহ্মতুল্য ঐশ্চর্যবিশিষ্টরূপে স্বীকার করা হোক। না তাও বলা যেতে পারেনা। কেননা শ্রুত হয় যে, তাঁর উপাসনার দ্বারা স্বর্গোত্তরকালে মুক্তি উৎপন্ন হয়।

৯। সিদ্ধান্ত মত স্থাপন

এখন *ব্রহ্মসিদ্ধিকার* মোক্ষের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেন, স্ফটিক যেমন জবাকুসুমাদি উয়াধিসকলের স্বস্বরূপতাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি বিজ্ঞানাত্মা বা জীবাত্মাও রাগাদির অপগমে নিজস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হন, আর অন্যরূপপ্রাপ্তি 'স্ব' শব্দের দ্বারা উপপন্নও হয়না। এই বিষয়ে ছান্দোগ্য শ্রুতিও পরিলক্ষিত হয়, তাহল- *"পরং জ্যোতিরূপসংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" (ছাঃ উঃ ৮/৩/৪)*। অর্থাৎ পরমজ্যোতি বা স্বপ্রকাশ চৈতন্যজ্যোতিকে লাভ করে স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন। কেহ হয়তো আপত্তি করে বলতে পারেন উক্ত স্বস্বরূপোস্থিতির দ্বারা অভেদসম্বন্ধ বোধগম্য হয়, ফলতঃ ঐ অভেদসম্বন্ধের দ্বারা পরমাত্মা বিশিষ্ট হয়ে পড়ে। ইহার বিরুদ্ধে মন্ডনমিশ্র বলেন- *"ন, বিশেষণানর্থক্যাৎ সর্বস্য"*(মণ্ডনমিশ্র,২০১০,পৃ-১২১)। অর্থাৎ সর্বত্র বিশেষণ অনর্থক হয়না, কোথাও কোথাও তা স্বস্বরূপের নিরূপক হয়ে থাকে। যেমন- মলাপকর্ষ ঘটলে শুক্ল সদ্বস্ত্র যেমন (শুক্লং জাতম্) শুক্লরূপ জাত হয় বা শুক্লরূপে অবস্থান করে, তেমনি মোহাবরণের অবিগমে বিজ্ঞানাত্মার স্বরূপ আবির্ভূত হয়। আর এই বিষয়ে বৃহদারণ্যক্ শ্রুতিও দৃষ্ট হয়, তাহল- *"ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃঃ উঃ ৪/৪/৬)*। এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হয়েছে যে, তিনি পূর্বে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম থেকেই বর্তমান দেহেই ব্রহ্মে লীন হন বা জীবন্মুক্ত হন। অতএব মোক্ষ কার্য নয় বরং তা স্বরূপপ্রাপ্তি। তবে সেই প্রাপ্তি আগন্তুক বা অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি নয়, প্রাপ্তের প্রাপ্তি। সুতরাং *"ন চ অন্যত্বম্, যতঃ অবিদ্যাপগমে এবোক্তেন প্রকারেণ মুক্তিঃ"*(মণ্ডনমিশ্র,২০১০,পৃ-১২১)। অর্থাৎ অন্যভাবে মুক্তি হতে পারেনা, অবিদ্যার বিনাশ ঘটলে, উক্তপ্রকারে অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতিই মুক্তি।

মন্ডনমিশ্র সংসারকে অবিদ্যা বলেছেন। কিন্তু অবিদ্যার লক্ষণপ্রসঙ্গে সদানন্দযোগীন্দ্র তাঁর *বেদান্তসার* গ্রন্থে বলেছেন- *"অজ্ঞানং তু সদসদ্ভ্যাম্ অনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি, ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ ইতি বদন্তি" (বেঃ সাঃ ২১)* । অর্থাৎ অবিদ্যা বা অজ্ঞান একপ্রকার 'অভাববিলক্ষণ' বা 'ভাবরূপ' পদার্থ, ইহা সৎ নয় (যেহেতু এর মধ্যে ত্রিকালাবাধিতত্ত্ব নাই), কেননা ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হলে তা ঐ জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়ে যায়। আবার একে আকাশকুসুমাদির ন্যায় 'তুচ্ছ' বা অত্যন্ত অসৎও বিষয় বলা যবেতে পারেনা, কেননা জ্ঞান মিথ্যা হলেও নির্বিষয়ক হতে পারেনা, তার বিষয় থাকে। তাছাড়া আকাশকুসুমাদির ন্যায় অসৎ বিষয় জগতের পরিণামী কারণ হতে পারেনা। আমরা কোনও বিষয়কে নির্বচন বা ব্যাখ্যা করবার জন্য হয় তাকে সৎরূপে অথবা অসৎরূপে উল্লেখ করে থাকি, কিন্তু মিথ্যা বিষয়কে সৎ বা অসৎ কোনওরূপে নির্বচন না করতে পারার জন্য তা অনির্বচনীয়। আবার অবিদ্যা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমো এই তিনগুণের মিশ্রিত রূপ বলে তাকে ত্রিগুণাত্মক বলা হয়েছে। অজ্ঞান হল জ্ঞানবিরোধী। এই 'জ্ঞানবিরোধী' শব্দের দুটি অর্থ হইতে পারে, প্রথমতঃ জ্ঞানের বিরোধী বা জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান যার বিরোধী বা জ্ঞানের দ্বারা যার নিবৃত্তি ঘটে। অবিদ্যা বিষয়ের স্বরূপকে আবৃত করিয়া দেয় অথবা বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, ফলতঃ বিষয়স্বরূপের জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারেনা বলে অবিদ্যা জ্ঞানের বিরোধী বা প্রতিবন্ধক। আবার বিষয়ের স্বস্বরূপের জ্ঞান উৎপন্ন হলে তা বিষয়সংক্রান্ত অজ্ঞানকে নাশ করে বলে জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী। অজ্ঞানের দুর্নিরূপ্যতা বোঝানোর জন্য গ্রন্থকার সদানন্দযোগীন্দ্র 'যৎকিঞ্চিৎ' এই বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন। কেননা অজ্ঞান সাক্ষিসিদ্ধ বিষয়, প্রমাণসিদ্ধ নয়। এই অবিদ্যার দুই প্রকার শক্তি আছে- আবরণশক্তি এবং বিক্ষেপশক্তি। আবরণশক্তি বিষয়ের স্বরূপকে তথা আত্মার স্বরূপকে আবৃত করে রাখে, তাকে জানতে দেয় না এবং বিক্ষেপশক্তি বিষয়ের স্বরূপকে ভিন্নরূপে উপস্থাপন করে। এই বিক্ষেপশক্তিযুক্ত অবিদ্যা দ্বারা চৈতন্য উপহিত হলে তাহ হতে জগৎসংসার উৎপন্ন হয়। এখন প্রশ্ন হল জগৎসংসার যদি অবিদ্যার কার্য হয় তা হলে মণ্ডনমিশ্র কেন সংসারকে অবিদ্যা বলেছেন? উত্তর এই যে কার্য কারণজাতীয় হওয়ায় সংসাররূপ কার্যও অবিদ্যাজাতীয়ই হইবে। অতএব সংসারাদি বিষয় অবিদ্যাই, এই অভিপ্রায়েই গ্রন্থকার বলেছেন- *"অবিদ্যা সংসারঃ"*(মণ্ডনমিশ্র,২০১০,পৃ-১২১)। এই প্রসঙ্গে *ভামতীকার* বাচস্পতি মিশ্রও বলেন- *"সংসারনিবৃত্তিঃ অপবর্গ"*(বাচস্পতিমিশ্র,১৯৮৭,পৃ-৬)) । অর্থাৎ সংসাররূপ অবিদ্যার নিবৃত্তিই হল অপবর্গ বা মুক্তি। আর বিদ্যার দ্বারাই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়ে থাকে।

এই প্রসঙ্গে শঙ্খপাণী তাঁর *ব্রহ্মসিদ্ধি* গ্রন্থের উপর রচিত টীকায় একটি আসঙ্কা উত্থাপন করিয়াছেন, *"যদ্যপি 'অবিদ্যান্তময়ো মোক্ষঃ' ইত্যুক্তোং শ্লোকে, তথাপি বিদৈবাবিদ্যান্তময় ইতি বক্ষমাণত্বাৎ বৃত্তৌ বিদ্যাধিগমোমুক্তিরুক্তেত্যদোষঃ"*(শঙ্খপাণি,২০১০,পৃ-২৪৮)। অভিপ্রায় এই যে, যদিও অবিদ্যার নাশকে মুক্তি বলা হয়েছে কিন্তু এমন কথা বললে বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার নাশের বক্ষমাণত্ব বা উৎপত্তিমত্ত্বপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয়ে পড়ে, আর অবিদ্যার নাশই যদি মোক্ষ হয় তাহলে মোক্ষেরও উৎপত্তিমত্ত্ব স্বীকার করতে হবে। এইক্ষেত্রে বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার অবিগম বললে আর ঐ দোষপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয়না।

এখন টীকাকার আরও আসঙ্কা করে বলেন, এই অবিদ্যা কি আত্মবিদ্যার অগ্রহণ বা অভাব এবং বিদ্যার দ্বারা তার নিবৃত্ত ঘটে? এমন কথা বলা যেতে পারেনা কেননা তাহলে আত্মবিদ্যাকে প্রাগভাবস্বরূপ বলতে হবে। কিন্তু আত্মচৈতন্যের কোনওপ্রকার অভাব অদ্বৈতী স্বীকার করেন না, তাই অবিদ্যা বিদ্যার অভাব এমন কথা অদ্বৈতীর অভিপ্রেত হতে পারেনা। আচ্ছা তাহলে বিপর্যয় বা অধ্যাসকে অবিদ্যা বলা হোক কেননা তার বিরোধী তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হলে সেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়ে যায়। যেমন শুক্তিতে রজতভ্রমস্থলে শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যা রজতজ্ঞান বাধিত হয়ে যায়, সেইরূপ আত্মজ্ঞানের দ্বারা অনাত্মবিষয়ক অজ্ঞান বাধিত হয়ে যায়। এমন অবিদ্যার নাশকেও মোক্ষ বলা যেতে পারেনা, কেননা শুক্তিজ্ঞান থাকলে রজতজ্ঞাননাশ হয়, এমন বলিলে 'শুক্তিজ্ঞান' এবং 'রজতজ্ঞাননাশ' কে যুগপৎ বলতে হয় এবং সেইক্ষেত্রে প্রযত্নের কোনও অপেক্ষাই থাকেনা, কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে শুক্তিজ্ঞান রজতজ্ঞাননাশের হেতু হয়। তেমনিভাবে বিদ্যা থাকলে অবিদ্যানাশ হয়, সেক্ষেত্রেও ভাববিষয় এবং অভাববিষয়-এর যুগপৎ অস্তিত্ব বা তুল্যকালতা স্বীকার করতে হয়, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। আর এই প্রসঙ্গে শ্রুতিও উদ্ধার করা যাইতে পারে, মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে- *"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুঃ উঃ ৩/২/৯)*। অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হয়ে থাকেন।

কিন্তু এমন আপত্তি সঙ্গত নয় কেননা কোন বিষয়ের ভাব এবং ঐ বিষয়াভাবের তুল্যকালতা কেউই স্বীকার করেন না, তার ক্রমই স্বীকার করেন। আর ভাবাভাব যে একইসঙ্গে থাকতে পারে সেই বিষয়ে একটি কূটযুক্তির অবতারণা করা যেতে পারে, যেমন ঘটাভাব ঘটলে কপালাদির ভাব থাকে, অতএব ভাব এবং অভাব একই সঙ্গে থাকতে পারে। প্রথমে শুক্তিকাদিতে রজতাদির অধ্যাস উৎপন্ন হয় তার অনন্তর তার বিরোধী শুক্তিজ্ঞানের উদয় হলে সে শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা ভ্রমাত্মক রজতাদির জ্ঞান বাধিত হয়ে যায়, ফলতঃ তাহা কোনওভাবেই সমকালীক নয়। বস্তুতপক্ষে অবিদ্যা আত্মার ধর্ম নয়, উপাধিমাত্র। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হলে অনাত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানরূপ উপাধি অপসারিত হয়ে যায় এবং তিনি স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। আর এমনাবস্থা প্রাপ্ত হলে *"তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" (ঈশঃ ৭)*। অর্থাৎ সেখানে কোন মোহ বা শোক থাকে না কেবল একত্বই দৃষ্ট হয়। তাছাড়া *"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্যান্" (তৈঃ উঃ ২/৪)*। অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ আত্মাকে জেনে ভয়প্রাপ্ত হন না। ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বিদ্যা এবং অবিদ্যার তুল্যকালতা নয় বরং তাহাদের পৌর্বাপর্যের জ্ঞান হয়। অতএব পূর্বোক্ত আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

১০। উপসংহার

সুতরাং *"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐতরেয়ঃ উঃ ৩/১/৩), "অহং ব্রহ্মাস্মি"(বৃহদারণ্যক উঃ ১/৪/১০), "তত্ত্বমসি" (ছান্দোগ্য উঃ ৬/৮/৭), "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (মাণ্ডুক্য উঃ ২)*। প্রভৃতি মহাবাক্য এবং *"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তিরীয় উঃ ২/১/৩)* প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য দ্বারা এই কথাই প্রতিপাদিত হয় যে, জীবের ব্রহ্মভাবাপত্তি এবং সংসাররূপ দঃখ নিবৃত্তিই মোক্ষ। এই মুক্তি হলে জীবকে আর পুনরায় সংসারে আসতে হয়না। অর্থাৎ সে পূর্বেও যেমন ব্রহ্ম ছিল, অনন্তকালের জন্য তাহার সেই ব্রহ্মভাবই থাকে যায়। আর তার সেই ব্রহ্মস্বরূপের বিকার বা জীবভাবও বাস্তব নয়, কারণ ব্রহ্ম একমাত্র সদ্বস্তু এবং তা নিত্য, তার বিকার, পরিণাম বা অবস্থান্তর নাই। বেদান্তশাস্ত্রে মুক্তিস্বরূপ এবং ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণার্থে শ্রুতিই একমাত্র মুখ্য প্রমাণরূপে গণ্য হয়ে থাকে। এইজন্য *ব্রহ্মসিদ্ধিকার* মণ্ডনমিশ্র এইভাবে উপনিষদ্ অবলম্বন করেই মুক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী

২০১২. *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী(১ম খন্ড)*, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়

২০১২. *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী(২য় খন্ড)*, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়

২০১২. *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী(৩য় খন্ড)*, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়

উদয়নাচার্য্য,২০১৭. *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি*, আচার্য বিশ্বেশ্বর সিদ্ধান্তশিরোমণি অনূদিত, বারাণসী, চৌখম্বা বিদ্যাভবন

উদ্দ্যোতকর, ১৯৯৭. *ন্যায়ভাষ্যবার্ত্তিক*, অনন্তলাল ঠাকুর সম্পাদিত, নিউ দিল্লী, ভারতীয় দার্শনিক অনুসন্ধান পরিষদ

গৌতম,২০০৩. *ন্যায়দর্শন(১ম খন্ড)*, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ অনূদিত ও সম্পাদিত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

জৈমিনি,১৯৭৯. *মীমাংসাদর্শনম্*, কুমারিলভট্ট, *শ্লোকবার্ত্তিক*, ডঃ গজানন শাস্ত্রী সম্পাদিত, বারাণসী, ভারতীয় বিদ্যা প্রকাশন

ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র,১৯৭১. *বেদান্ত-পরিভাষা*, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য অনূদিত, কলিকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

পতঞ্জলি,২০২০. *যোগদর্শন*, স্বামী ভর্গানন্দ অনূদিত, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়

প্রশস্তপাদাচার্য্য,২০১০. *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, দণ্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম অনূদিত, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

বাদরায়ণ, ২০১৬. *বেদান্তদর্শনম্,(১ম খন্ড)*, স্বামী বিশ্বরূপানন্দ অনূদিত, স্বামী চিৎঘনানন্দ পুরী সম্পাদিত, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়

বাদরায়ণ,১৯৮৭. *ব্রহ্মসূত্র*, শঙ্করাচার্য, *শাঙ্করভাষ্য*, কে. এল. জোশী সম্পাদিত, দিল্লী, পরিমল পাবলিকেসনস্

বিদ্যারণ্যমুণি,১৯৯২. *বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ(১ম খন্ড)*, শ্রী অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত, কলকাতা, নবভারত পাবলিসার্স

মিশ্র, কেশব,২০০৯. *তর্কভাষা(২য় খন্ড)*, শ্রী গঙ্গাধর কর অনূদিত, কলকাতা, সেন্টার অফ্ এডভান্সড্ স্টাডি ইন্ ফিলসফি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

মিশ্র, কেশব,২০১৩. *তর্কভাষা*, আচার্য ডঃ সুরেন্দ্রদেব শাস্ত্রী অনূদিত, বারাণসী, চৌখম্বা বিদ্যাভবন

মিশ্র, বাচস্পতি,১৯৮৭.ভামতী, ই. এ. সলোমোন সম্পাদিত,দিল্লী, পরিমল পাবলিকেসনস্

মিশ্র, মণ্ডন,২০১০. *ব্রহ্মসিদ্ধি*, শঙ্খপাণি, *শঙ্খপাণিটীকা*, প্রঃ এস. কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী সম্পাদিত, বারাণসী, চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ

মিশ্র, মণ্ডন,২০১৭. *ব্রহ্মসিদ্ধি*, চিত্তনারায়ণ মৈথিল অনূদিত, সুশ্রী সন্ধ্যা সম্পাদিত, বারাণসী, চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ

সদানন্দযোগীন্দ্র,২০১৪. *বেদান্তসার*, লোকনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

সরস্বতী, মধুসূদন,২০০৬.শ্রীমৎ ভগবদগীতাঃ গুড়ার্থদীপিকা, ভূতনাথ সপ্ততীর্থ অনূদিত, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম সম্পাদিত,কলকাতা, নবভারত পাবলিশার্স